ভুয়া ইউনিভার্সিটি খুলে ৭ কোটি টাকা আত্মসাৎ

ইউসুফ সোহেল

১৫ জুলাই ২০১৯ ০০:০০ | আপডেট: ১৫ জুলাই ২০১৯ ০০:১৫

আদর্শ দম্পতি হিসেবে এলাকায় আল ফারাবি মো. নুরুল ইসলাম ও মোসা. আকলিমা খাতুনের সুখ্যাতি রয়েছে; শিক্ষিত ও সুশীল হিসেবে তারা বেশ সম্মানীয়। এই সম্মানকে পুঁজি করে ফারাবি দম্পতি বগুড়া সদর থানাধীন কলেজ রোডের সাধারণ বীমা ভবনের পঞ্চম ও ষষ্ঠ তলা ভাড়া নিয়ে গড়ে তুলেছিলেন ১২টি ‘শিক্ষা প্রতিষ্ঠান’; পেতেছিলেন ভয়ঙ্কর প্রতারণার ফাঁদ। লাখ টাকা দিলেই এখান থেকে মিলত ডিপ্লোমা কোর্সের ভুয়া সার্টিফিকেট। কলেজ রোডের ওই ভবনের দুটি ফ্লোরে চারুকলা ডিপ্লোমা ইনস্টিটিউট, ইউনিভার্সিটি, মেডিক্যাল ট্রেনিং ইনস্টিটিউট, ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ,

advertisement

বিএড কলেজ, প্যারামেডিক্যাল ইনস্টিটিউট খুলে চারুকলা ডিপ্লোমা কোর্স এবং গ্রন্থ’াগার ও তথ্য বিজ্ঞান ডিপ্লোমা কোর্সের নামে এ দম্পতি সাধারণ মানুষের কাছ থেকে এ পর্যন্ত হাতিয়ে নিয়েছেন ন্যূনতম ৭ কোটি ৩১ লক্ষ ৫৮ হাজার ৫০৮ টাকা। কিন্তু শেষ রক্ষা হয়নি। ভুক্তভোগী ছাড়াও এক শিক্ষকের অভিযোগের ভিত্তিতে গতকাল রবিবার ঢাকা থেকে ফারাবি মো. নুরুল ইসলাম ও তার স্ত্রী মোসা. আকলিমা খাতুনকে গ্রেপ্তার করেছেন পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগের (সিআইডি) অরগানাইজড ক্রাইম টিমের সদস্যরা।

সিআইডির অতিরিক্ত পুলিশ সুপার শারমিন জাহান আমাদের সময়কে জানান, গ্রেপ্তার আল ফারাবি ও তার স্ত্রী বগুড়া শহরে ভাড়া নেওয়া একটি ভবনের মাত্র দুটি ফ্লোরে ১২টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছিলেন। প্রতিষ্ঠানগুলো হলোÑ নুরুল ইসলাম ইউনিভার্সিটি অব ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড টেকনোলজি, নিয়াক মেডিক্যাল অ্যাসিস্ট্যান্ট ট্রেনিং ইনস্টিটিউট, কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ (পলিটেকনিক), বগুড়া টিএইচবিপিইডি কলেজ, এসবি সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি কলেজ, পাবলিক হেল্থ ডেভেলপমেন্ট ওয়ার্ক, শহীদ মোনায়েম

হোসেন বিএড কলেজ, টিএইচবিপিএড কলেজ, নুরুল ইসলাম আকলিমা প্যারামেডিক্যাল ইনস্টিটিউট; কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড বি এম কলেজ, রংপুর একাডেমিক অ্যান্ড প্রফেশনাল ইনস্টিটিউট, অ্যাকাডেমিক অ্যান্ড প্রফেশনাল ইনস্টিটিউট। অনুমোদিত এসব প্রতিষ্ঠানের আড়ালে কৌশলে অননুমোদিত 'চারুকলা ডিপ্লোমা কোর্স' এবং 'গ্রন্থাগার ও তথ্য বিজ্ঞান ডিপ্লোমা কোর্স' নামে দুটি প্রতিষ্ঠান খুলে শিক্ষার্থী ভর্তি করিয়ে সার্টিফিকেট দেওয়ার ব্যবসা শুরু করেন এ দম্পতি। প্রতিষ্ঠানগুলো পরিচালনার আড়ালে চারুকলা ডিপ্লোমা ইনস্টিটিউটসহ একাধিক অনুমোদনহীন ও নামসর্বস্ব ভুয়া প্রতিষ্ঠান খুলে চাকরিপ্রত্যাশী বেকার যুবকের কাছে চারুকলা ডিপ্লোমা সার্টিফিকেট বিক্রি করে বিপুল অবৈধ সম্পদ অর্জন করেছেন তারা। এ ছাড়া উচ্চ বিদ্যালয়ে চাকরি প্রদানের সুযোগ দেওয়া হবে, এমন প্রতিশ্রুতি দিয়ে এ দম্পতি পাস করার নিশ্চয়তা দিয়ে বেকার শিক্ষার্থীদের ভর্তি করাতেন। তাদের কাছ থেকে হাতিয়ে নিতেন লাখ লাখ টাকা। এসব ভুয়া প্রতিষ্ঠান দেখিয়ে ওই দম্পতি এ পর্যন্ত ডিপ্লোমা কোর্সের নামে শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে ৭ কোটি ৩১ লাখেরও বেশি টাকা আত্মসাৎ করেছেন যা প্রাথমিক তদন্তেও প্রমাণিত। তাদের এ টাকা আদালতের আদেশে বর্তমানে সিজ করে রাখা হয়েছে।

সিআইডির অতিরিক্ত পুলিশ সুপার আরও জানান, ফারাবি দম্পতির মালিকানাধীন এসবি সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি কলেজ, বগুড়া টিএইচবিপিইডি কলেজ এবং শহীদ মোনায়েম হোসেন বিএড কলেজের নামে প্রচারিত লিফলেটে চারুকলা ডিপ্লোমা কোর্সে ভর্তির বিষয়ে 'জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় অনুমোদিত' উল্লেখপূর্বক প্রচারিত বিজ্ঞপ্তি দেখে ড. মো. জাহাঙ্গীর আলম, (পরিচালক, রাজশাহী আঞ্চলিক কেন্দ্র, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়) বাদী হয়ে মানিলন্ডারিং আইনে একটি মামলা (বগুড়া সদর থানার মামলা নং-৯২, তারিখÑ ৩০ নভেম্বর ২০১৬) দায়ের করেন। পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশ ব্যাংকের ফিন্যান্সিয়াল ইনটেলিজেন্স ইউনিটের (বিএফআইইউ) দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে তদন্তকালে 'ভুয়া সনদ' বিক্রি করে কোটিপতি বনে যাওয়া ওই দম্পতিকে গ্রেপ্তার করা হয়।

সিআইডির পরিদর্শক ইব্রাহিম হোসেন জানান, নুরুল ইসলামসহ কয়েকজনের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে অস্বাভাবিক লেনদেনের বিষয়টি গত বছর বাংলাদেশ ব্যাংকের ফিন্যান্সিয়াল ইনটেলিজেন্স ইউনিটের (বিএফআইইউ) নজরে আসে। তাদের কাছ থেকে পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে অর্থের উৎস যাচাই করতে গিয়ে নুরুল ইসলাম ও তার স্ত্রী সম্পর্কে বেশ চাঞ্চল্যকর তথ্য বেরিয়ে আসে।

পরিদর্শক ইব্রাহিম আরও জানান, তাদের প্রতিষ্ঠানের সনদ নিলে স্কুলে চাকরি পাওয়া যাবে বলে নিশ্চয়তা দিতেন নুরুল ইসলাম ও তার স্ত্রী আকলিমা খাতুন। আর এ জন্য সার্টিফিকেট প্রতি তারা এক লাখ টাকা দাবি করতেন। সরল বিশ্বাসে গ্রামের ছেলেমেয়েরা সেখানে গিয়ে টাকা দিয়ে সার্টিফিকেট কিনে প্রতারিত হলেও কিছু বলার সাহস ছিল না তাদের। তদন্তকালে প্রাথমিকভাবে চারুকলা ডিপ্লোমা কোর্সের ৪৩৬ শিক্ষার্থীর তালিকা পাওয়া গেছে। তাদের ছাড়াও আরও শিক্ষার্থীর কাছ থেকে প্রতারণামূলকভাবে ৭ কোটি ৩১ লাখ ৫৮ হাজার টাকা নিয়ে বিভিন্ন ব্যাংকের ২৪টি অ্যাকাউন্টে জমা করেন নুরুল ইসলাম ও আকলিমা খাতুন দম্পতি। এসব ব্যাংকের মধ্যে রয়েছে সাউথ ইস্ট, আইএফআইসি, এবি, ঢাকা ব্যাংক, রূপালী ব্যাংক প্রভৃতি। শুধু নুরুল ইসলাম ও আকলিমার নামেই নয়, তাদের দুই সন্তান ও শ্যালিকার নামেও অ্যাকাউন্ট খুলে এসব টাকা জমা করা হয়েছিল। মানিলন্ডারিং আইনের ওই মামলা ছাড়াও এ দম্পতির বিরুদ্ধে এর আগে অনুমোদনহীন প্রতিষ্ঠান চালানোর অভিযোগে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষও মামলা করেছে। গ্রেপ্তার দম্পতিকে আজ সোমবার আদালতে তুলে রিমান্ডের আবেদন করা হবে। রিমান্ডে এ প্রতারক চক্রের বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য পাওয়া যেতে পারে বলে সিআইডি পরিদর্শক ইব্রাহিম হোসেন জানান।